দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ছে না

বরাদ্দ না থাকায় বৃত্তিবঞ্চিত হচ্ছে ইবতেদায়ীর শিক্ষার্থীরা : বৃত্তির ফল ঘোষণা আগামী সোমবার

□ নিপা চৌধুরী

এবার পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ছে না। ২০১১ সালের পরীক্ষায় ৫৫ হাজার শিক্ষার্থীদের ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ কোটায় বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে না ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়। এতে করে ইবতেদায়ী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২ হাজার ১৫০ শিক্ষার্থী বৃত্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সরকারিভাবে কোনো বাজেট তাদের জন্য বরাদ্দ নেই। এ তথ্য জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আর এই বৈষম্যের জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাদরাসার শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সোমবার পরীক্ষার বৃত্তির ফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমীন এ ফলাফল ঘোষণা করবেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইনকিলাবকে বলেন, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ ফল ঘোষণা করবেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ছে না এবার। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তিপ্রার্থী সংখ্যা বাড়ানোর আবেদন জানানো হলেও এ বিষয়ে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এবারো ৫৫ হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বৃত্তির ফলাফল চূড়ান্ত করেছে। সচিব বলেন, গত দুই বছরের মতো

পৃঃ ১৫ ক ৪

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

এবারো বৃত্তির জন্য আলাদা পরীক্ষা নেয়া হয়নি। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের আলোকে বৃত্তির ফল ঘোষণা করা হবে। ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তির বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। মাদরাসাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলো অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের খোঁজখবর কিছু দিতে পারছে না প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আবদুর রউফ চৌধুরী ইনকিলাবকে বলেন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে আমরা বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা চূড়ান্ত করে ফেলেছি। এবার ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ কোটা মিলে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫ হাজারই থাকছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা একসাথে হলেও ইবতেদায়ীর শিক্ষার্থীরা বৃত্তির আওতায় আসছে না। কারণ ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নয়। মাদরাসা বোর্ডের কর্মকর্তারা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, দ্বিতীয়বারের মতো ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও সরকার এবারও মেধাবীদের জন্য কোনো বৃত্তি ব্যবস্থা করেনি। ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা মনিটরিং করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রাথমিক স্তরের দুটি ধারায় পাঠদান করা হয়। একটি সাধারণ শিক্ষা অন্যটি মাদরাসা শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মাদরাসার ইবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বৃত্তি দেয়া হচ্ছে না। কর্মকর্তারা আরো জানান, ইবতেদায়ীতে বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদরাসা বোর্ড এবং মাদরাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদানের দাবি জানান কর্মকর্তারা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার ট্যালেন্টপুলে ২২ হাজার ও সাধারণ কোটায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে প্রতি বছর ২ হাজার ৪০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় প্রতি মাসে ১৫০ টাকা করে প্রতি বছর এক হাজার ৮০০ টাকা পেয়ে থাকে। ৩ বছর পর্যন্ত তারা এ অর্থ পায়। এছাড়া ৩ বছর পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রতিবছর এককালীন ১৫০ করেও পেয়ে থাকে।

২০১১ সালের প্রাথমিক সমাপনী গত ২৩ নভেম্বর শুরু হয়ে তা শেষ হয় ৩০ নভেম্বর। তৃতীয়বারের মতো অভিন্ন প্রশ্নপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা হয়েছে গত বছর। দ্বিতীয়বারের মতো হয়েছে ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা। গত ২৬ ডিসেম্বর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীর ফল প্রকাশিত হয়। প্রাথমিকে পাসের হার ছিল ৯৭ দশমিক ২৬ ও ইবতেদায়ীতে ৯১ দশমিক ২৮ শতাংশ। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৮২৩ জন। এর মধ্যে প্রাথমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার ৬৭৩ জন। আর ইবতেদায়ীতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ১৫০ জন। প্রথমবারের মতো গত বছর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। এর আগের দুটি সমাপনী পরীক্ষায় বিভাগ ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করা হয়েছিল।